ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নতুন বছরে দেবের জোড়া সিনেমা

পৃঃ ৫

তেইশের মত চব্বিশও রাঙাতে চান রোনালদো

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০০৬ ● কলকাতা ● ২০ পৌষ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ০৬ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

রাজ্যে যেখানে ইডির আধিকারিকরা আক্রান্ত,

সংবাদ মাধ্যম আক্রান্ত, সেখানে সম্পাদকের নিরাপত্তা তো দূরহ ব্যাপার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে যেখানে ইডির আধিকারিকরা আক্রান্ত, সংবাদ মাধ্যম আক্রান্ত, সেখানে সম্পাদকের নিরাপত্তা তো দূরহ ব্যাপার।এদিকে রাজ্য জুড়ে প্রশ্ন উঠছে শেখ শাহাজানকে নিয়ে, রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাল যেখানে ইডি আধিকারিকদেব নিরাপত্তা নেই, আর সেখানেই সংবাদমাধ্যম তো দূরের কথা কাগজের সম্পাদকদের নিরাপত্তা বেহাল। উত্তর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় একটা জুলুমের রাজত্ব গ্রামগঞ্জে সর্বদাই চলে, একথা বহু ক্ষেত্রে বহুবার বিরোধী কর্মী সমর্থকদের মুখ থেকে শোনা যায়। তবে ভারতবর্ষে সংবিধান এতটাই কি দুর্বল যেখানে ইডি আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীদের মার খেতে হয়, মার খেতে হয় সংবাদমাধ্যমকে। আর এলাকার খুব কাছেই নিউজ সারাদিনের সম্পাদকের বাড়ি, নিউজ সারাদিনের সম্পাদক সত্যি কথা লেখার ফলে তার পরিবারকে নিঃস্ব করে দেয়া হয়েছে সিপিএমের আমল থেকে। এই আমলে তার জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রতিবাদ

এরপর ৩ পাতায়

রাজভবনে মুখ্যসচিব,

স্বরাষ্ট্রসচিবের সহ তলব পুলিশের ডিজিকেও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ডিজি, মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্টসচিবকে রাজভবনে তলব করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁদের কাছে তিনি ইডি আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও চেয়েছেন। এর আগে বিবৃতি দিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে দায়ী করেছেন রাজ্যপাল। 'ফল ভুগতে হবে' বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে হানা দেয় পাঁচ ইডি আধিকারিকের একটি দল। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীও ছিল। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, রেশন দুর্নীতিকাণ্ডেই এই হানা। স্থানীয় সূত্রে খবর, সরবেড়িয়া গ্রামে শাহজাহানের বাড়ির দিকে তাঁরা যাওয়ার চেষ্টা করলেই রুখে দাঁড়ান গ্রামবাসীদের একাংশ। অভিযোগ, তাঁরা শাহজাহানের অনুগামী। ইডি আধিকারিকেরা তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকাডাকি করলেও ভিতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। এর পরেই তাঁরা দরজা ভাঙার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, সেই সময়েই তাঁদের ঘিরে ফেলে মারধর করা হয়। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও। এর পর ইডি আধিকারিকদের ধাওয়া করে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ভাঙচুর করা হয় তাঁদের গাড়িতে। সেই সময়েই তিন আধিকারিক জখম হয়েছেন বলে খবর। তাঁরা এখন সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি।এই ঘটনায় রাজ্যপাল এ বার রাজ্য পুলিশের ডিজি, মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে তলব করলেন। আরও জানিয়েছেন, সংবিধানের অবমাননা করা হলে রাজ্যপাল হিসাবে তিনি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবেন।

রোহিঙ্গারা যোগ থাকতে পারে,

সন্দেশখালি নিয়ে শাহকে ফোন শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে ইডি আধিকারিকদের দুষ্কৃতী তাণ্ডবের মুখে পড়ার ঘটনায় একযোগে উদ্বেগ প্রকাশ করল বিরোধীরা। শুক্রবার সকালে এই ঘটনায় রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তারা। সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের ওপরে হামলার একযোগে নিন্দা করেছে সমস্ত বিরোধী দল।একই সঙ্গে আক্রান্ত হন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও। তাদেরও বেধড়ক মারধর করা হয়। কেড়ে নেওয়া হয় ক্যামেরা ও সরাসরি সম্প্রচারের যন্ত্রাংশ। একাধিক সাংবাদিকের মাথা ফেটেছে। আহত হয়েছেন অনেকে।এই ঘটনা নিয়ে বাম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তৃণমূল সরকার চায় রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হোক। আর সংবাদমাধ্যমের ওপরে হামলার তীব্র নিন্দা করি। এর থেকে জঘন্য ঘটনা আর কিছু হতে পারে না।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'ভয়াবহ! পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থায় তীব্র অরাজকতা চলছে। তৃণমূল নেতা শেখ

এরপর ৩ পাতায়

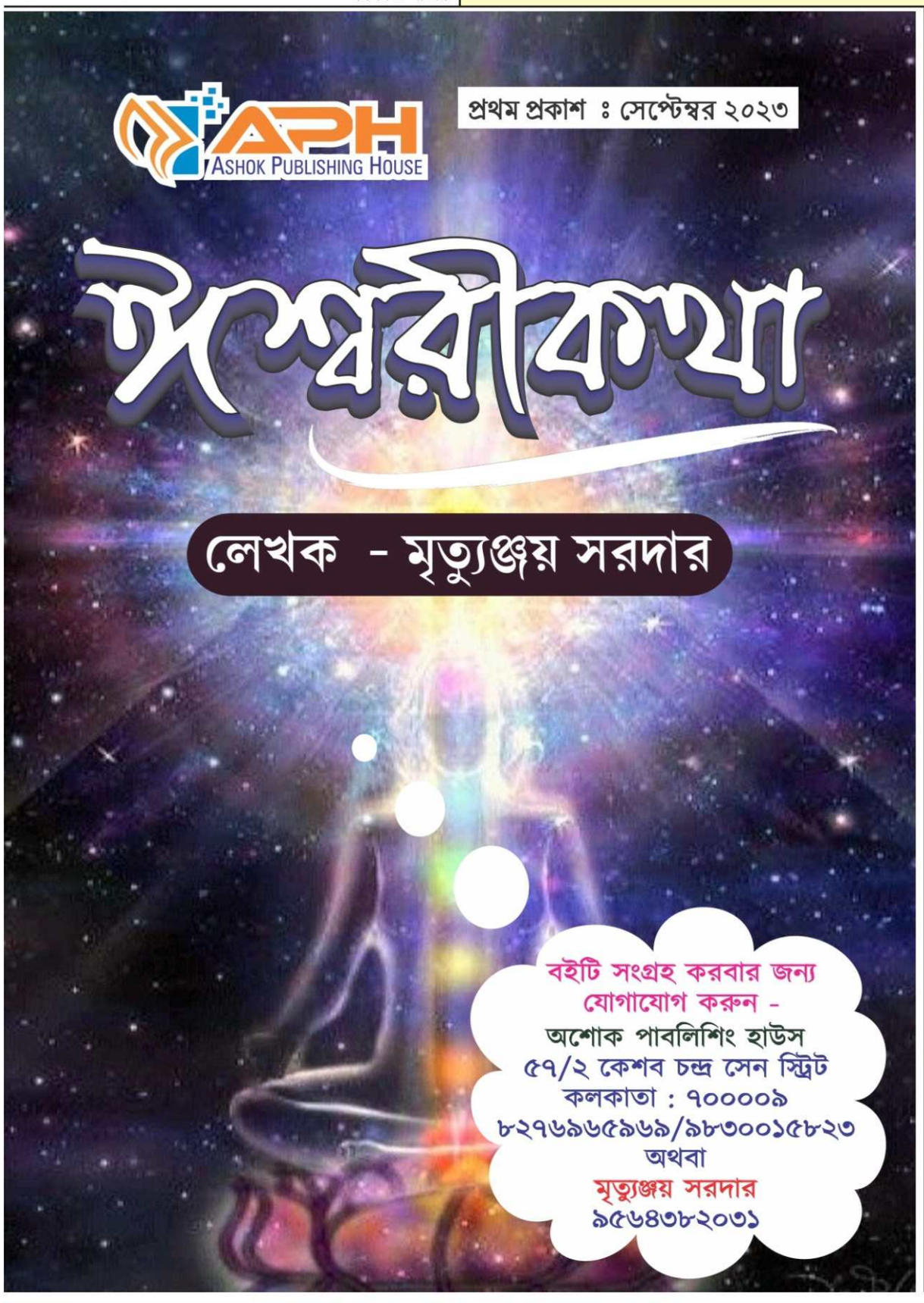

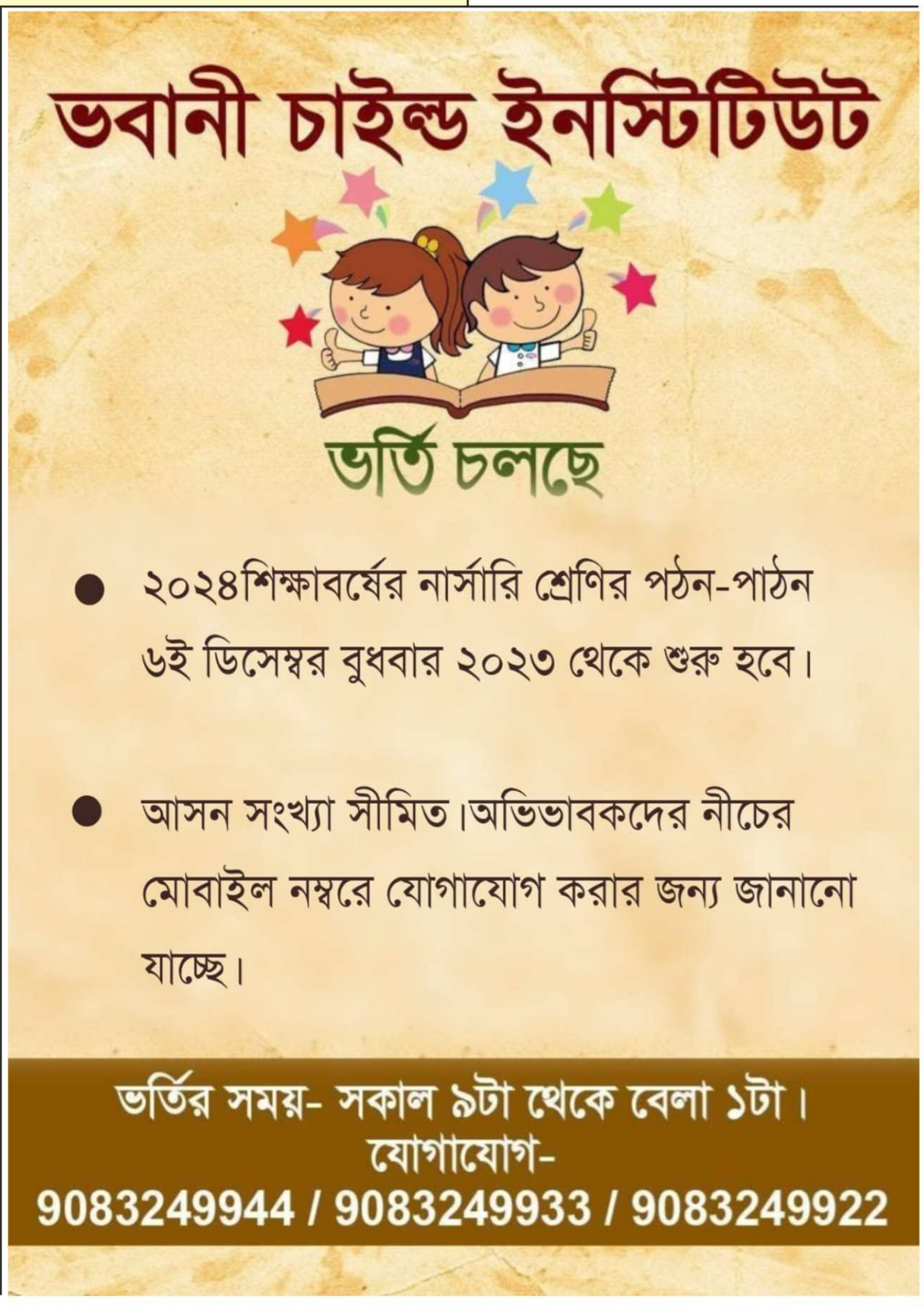

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

জন্মদিনের সকালে শুভেচ্ছা জানালো অখিলভারত হিন্দুমহাসভা ওনার কালীঘাটের বাড়িতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে ওনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালো রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে অখিলভারত হিন্দুমহাসভা । চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গে ওনারা বিরোধী রাজনৈতিক দল করলেও ওনারা বিশ্বাস করেন ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক এবং রাজনৈতিক সৌজন্য সবার আগে থাকা উচিৎ । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আগামী লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ সে অখিলভারত হিন্দুমহাসভা দলগত ভাবে দীর্ঘ ৭৫ বছর পর লড়াই করতে চলেছে । পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি কেন্দ্রেই প্রার্থী দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের অন্যতম প্রাচীন এই রাজনৈতিক দল কারণ ওনাদের বক্তব্য ওনারই প্রকৃত সনাতনী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল । তিনি আরো বলেন নির্বাচনে রাজনৈতিক দল গুলি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও সবার মাথায় রাখা উচিত "মানুষের স্বার্থে উন্নয়ন থাকুক রাজনীতির উর্দ্ধে । দেশ ও দশের ভালো করার মূল মন্ত্র হোক রাজনৈতিক সৌজন্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ।" অখিলভারত হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী নবান্ন সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস নির্ধারণের সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে মাতৃসমা বলে সম্বোধন করায় এবং মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্যের ভুয়সী প্রশংসা করার পর রাজনৈতিক মহলে অনেক জল ঘোলা হয়েছিল । সেদিন ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বনেদাপাধ্যায় চন্দ্রচূড় গোস্বামীকে ডেকে বলেন উন্নয়ন হোক রাজনীতির উর্দ্ধে এবং অখিলভারত হিন্দুমহাসভা যেন যে কোনো ভালো কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাশে থাকে । আজ অখিলভারত হিন্দুমহাসভার সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু, শারীরিক সুস্থতা এবং রাজনৈতিক সাফল্য কামনা করে জন্মদিনের উপহার হিসেবে কালীঘাটে পূজো দেওয়া মায়ের প্রসাদ ও ফুল, পুষ্পস্তবক এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় নলেন গুড়ের রসগোল্লা উপহার দিলেন । রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উর্দ্ধে উঠে আজকের দিনটি সম্প্রীতি ও রাজনৈতিক সৌজন্যের ক্ষেত্রে যে এক অনিন্দ্যসুন্দর বার্তা প্রদান করলো সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ।

সন্দেসখালিতে গাছের পাতাও নড়ে না

শেখ শাহজাহানের অনুমতি ছাড়া - আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্থানীয় সূত্রের খবর, ২০১১ সালের আগে এই শাহজাহাষন সিপিএমের একজন সাধারণ সমর্থক ছিলেন। এলাকার একজন অতি সাধারণ মানুষ হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ২০১১ সালেই সরকার পরিবর্তনর সঙ্গে সঙ্গে শাহজাহানের প্রতাপ বাড়তে থাকে। মাছের আরত, ইটভাটা ইত্যাদি নিয়ে তার এখন কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর আক্রমনের খবর করতে গেলে সংবাদ মাধ্যমের উপর আক্রমন করে শাহজাহানের সশস্ত্র বাহিনী। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে রাজ্যপাল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাজ্যপাল মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও পুলিশ কমিশনারকে তলব করেছেন। বাসন্তি হাইওয়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি ভাঙচুর করে গ্রামবাসীরা। উত্তপ্ত এলাকা। শেষ খবরে প্রকাশ বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌছে গেছে সন্দেসখালিতে।

২০১৯ জোড়া খুনের মামলায় প্রধান অভিযুক্ত এই তৃণমূল নেতা। তার উপর কোনো নয়ন্ত্রণ নেই শাসক দলের। তিনি সন্দেসখালি একাকার অলিখিত সম্রাট। শাহজাহানের বাহিনীর আক্রমনে ইডির আধিকারিক, কেন্দ্রীয় বাহিনীর অনেকেই রক্তক্ত হয়ে জান। তাঁদের হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের দিকে শাহজাহানের লেঠেল বাহিনী ছুটে যায়। ক্যামেরা ভাঙ্গার চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বিস্তারিত খবর চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

ট্রাক্টরের ধাক্কায় জখম ৬ জন স্কুলছাত্রী সহ এক মহিলা

আমিরুল ইসলাম,রতুয়া, মালদা : নিউজ সারাদিন : স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাক্টরের ধাক্কায় জখম ৬ জন স্কুলছাত্রী। সঙ্গে আহত হয়েছেন চায়ের দোকানদার। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার বাজিতপুর এলাকায়। স্থানীয়রা রতুয়া-ভালুকা রাজ্য সরক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অবশেষে রতুয়া থানা এবং ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে রতুয়ার ভালুকা রাই মোহন মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠের ৬-৭ স্কুলছাত্রী রতুয়া ভালুকা রাজ্য সড়ক হয়ে বাড়ি ফিরছিল। প্রত্যেকের বাড়ি বাজিতপুর এলাকায়। বাজিতপুর কলোনি এলাকায়।রতুয়া থেকে ভালুকাগামী একটি ইট ভাটার ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের ধাক্কা মেরে সোজা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে।৬ জন ছাত্রীসহ আহত হয়েছেন চায়ের দোকানদারও।স্থানীয়রা আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় ভালুকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। চায়ের দোকানদারকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হলেও ৬ জন ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজন হওয়ায় তাদের মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনা পর ঘাতক গাড়ি সহ চালককে আটক করে রাখে স্থানীয় বাসিন্দারা। চালককে চলে গণধোলাই । স্থানীয় বাসিন্দারা রতুয়া ভালুকা রাজ্য সরকার অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রতুয়া থানা এবং ভালুকা ফাঁড়ির পুলিশ। প্রায় দু'ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পুলিশি হস্তক্ষেপে উঠে অবরোধ। রতুয়া থানা পুলিশ চালককে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। তবে ঘাতক ট্রাক্টর আটক করে রাখে স্থানীয় বাসিন্দারা।তাদের দাবি ইট ভাটার মালিক যতক্ষণ পর্যন্ত ঘটনাস্থলে আসছেন না তারা ঘাতক ট্রাক্টর ছাড়বে না।

বর্ধমানের হেরিটেজ কার্জনগেট নিয়ে

সায়নী ঘোষের ভূল বক্তব্যে স্বপন দত্ত বাউলের প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : বধুবার বর্ধমান টাউন হলে এক জনসভা মঞ্চে তৃণমূলের যুব সভা নেত্রী সায়নী ঘোষের ভূল ভাল মন্তব্য ঘিরে বর্ধমান বাসী ক্ষুব্ধ , অনেকেই বিদ্রুপ করছে , সায়নির বক্তব্যকে উপহাস করেছে। খবরে প্রকাশ কংগ্রেস নেতা গৌরব সমাদ্দার,ও বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র সায়নী ঘোষের ভূল মন্তব্য কার্জনগেট নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে তৈরি হয়েছে এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। অপরদিকে সায়নী ঘোষের ভূল মন্তব্য বর্ধমান কার্জন গেট মমতার আমলে তৈরি হয়েছে এই ভূল ভাল মন্তব্যের বিরুদ্ধে স্বপন দত্ত বাউল পথে নেমেছেন তিনি বলছেন সায়নী ঘোষ বর্ধমান সমন্ধে বর্ধমানের ইতিহাস নাজেনে বর্ধমান রাজপরিবার ও বর্ধমান বাসী

এরপর ৩ পাতায়

আকাশআদিত্য লামার সাথে দেখা করুন:

ভারতীয় সিনেমায় দৃষ্টি, শৈল্পিকতা এবং বিভিন্ন অবদানের গল্প!

Kolkata 5th January, 2024: নিউজ সারাদিন : বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার এবং চলচিচত্র প্রযোজক, আকাশাদিত্য লামা চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং তারপর থেকে তিনি এই ক্ষেত্রে ক্রমাগত নিজের চিহ্ন তৈরি করে চলেছেন। তিনি শুধু চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতে নয়, বিজ্ঞাপনচিত্রেও অবদান রেখেছেন এবং নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন। তাঁর জীবনে একটি বিশেষ মোড় আসে যখন তিনি 'গদর: এক প্রেম কথা'-এর মতো একটি বড় ফিচার ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। শুধু একটি ক্ষেত্রে নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তার পদচারণা প্রতিষ্ঠা করেছেন। লামা শুধু চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেই নয়, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ লেখক, নাট্যশিল্পী এবং নাট্যকার হিসেবে ও তার প্রতিভা প্রদর্শন করে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

উল্লেখযোগ্য যে প্রশান্ত নারায়ণন, মধুরিমা তুলি এবং যুবিকা চৌধুরী অভিনীত 'সিগারেট কি তারাহ' তার পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ, তার পরিচালনার উদ্যোগের সূচনা করে। সীমানা ঠেলে, তিনি 'নানি তেরি মরনি' দিয়ে অজানা অঞ্চলে প্রবেশ করেন,এই প্রথম অফিসিয়াল ছবি মোনবেনির এজুং দ্বারা অনুপ্রাণিত নাগামী ভাষার চলচ্চিত্র যা ২০১৫ সালের জাতীয় শিশু সাহসী পুরস্কারের সর্বকনিষ্ঠ প্রাপক। ভারতীয় প্যানোরামা, আইএফএফআই ২০১৮, গোয়া সহ উৎসবগুলো ২০২২ সালে ইউনিসেফ দ্বারা বিশিষ্ট ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছিল।

আমিশা প্যাটেল, রাজেশ শর্মা, যতীন খুরানা এবং নীরজ সুদ এবং অ্যাঞ্জেলা ক্রিঞ্জলিস্কির মতো তারকা কাস্টের সাথে, 'তৌবা তেরা জলওয়া' দেখায় কিভাবে লামা বাণিজ্যিক সিনেমার উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্রের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং বর্তমানে তিনি 'মিলন হোগা কৌন জানে...'-এর পোস্ট-প্রোডাকশনে ব্যস্ত, একটি পিরিয়ড ফিল্ম তাঁর সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত নাটক 'শবরী কা মোহন' দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্পষ্টতই লামা আবারও সিনেমার গল্পকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত। লামার অবদান রুপালি পর্দায়ও বিস্তৃত। তিনি সমালোচক দ্বারা প্রশংসিত নাট্য প্রযোজনার জন্য তার ব্যতিক্রমী দক্ষতা ধার দিয়েছেন এবং টেলিভিশন ল্যান্ডস্কেপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। 'কুসুম', 'কুমকুম', 'জারা', ঝিলমিল সিতারোঁ কা অঙ্গন হোগা, 'আক্রোশ,' 'কভি আয়ে না জুদাই,' 'প্যার কে দো নাম, নাম এক রাধা এক শ্যাম,' পিয়া কা অঙ্গন, জো কাহুঙ্গা সচ কাহুঙ্গা,' এবং ইন্দোনেশিয়া টেলিভিশনের জন্য ও অনেক জনপ্রিয় টিভি শো সহ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, তার সৃজনশীল সূক্ষ্মতা জাতীয়ভাবে প্রশংসিত হিন্দি নাটক 'মহেঞ্জোদারো' লেখা ও নির্মাণকে ও অন্তর্ভুক্ত করে। লামার বহুমুখী প্রতিভা উজ্জ্বল হয়েছে কারণ তিনি ভারতীয় এবং ইন্দোনেশিয়ান উভয় টেলিভিশনের জন্য আকর্ষক আখ্যান তৈরি করেছেন।

আকাশদিত্য লামা তার সৃজনশীল প্রচেষ্টা ছাড়া ও, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর) সহ ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আর্থিক অনুদান কমিটি হিসেবে, মর্যাদাপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র সংস্থা এবং ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২১ সালে আইএফএফআই গোয়ার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে একজন বিশিষ্ট সদস্য এবং জুরি হিসাবে কাজ করেছেন। ওনাকে আগামী বছরগুলিতে আরও দুর্দান্ত অভিনয় করতে দেখা যাবে।

নতুন মুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী চাই
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
নিবেদিত ওয়েব সিরিজ শুটিং শুরু হবে
কালচক্র
নতুন মুখদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে
অডিশন না দিয়ে অভিনয় সুযোগ পেতে হলে যোগাযোগ করুন পরিচালক মৃত্যুঞ্জয় সরদার-এর সাথে
যোগাযোগ নম্বর : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

রোহিঙ্গারা যোগ থাকতে পারে, সন্দেশখালি নিয়ে শাহকে ফোন শুভেন্দুর

শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে ইডি আধিকারিকরা নৃশংস হামলার শিকার হয়েছে। আমার সন্দেহ দেশবিরোধী এই হামলাকারীদের মধ্যে রোহিঙ্গারাও ছিল। আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমিত শাহ জি, রাজ্যপাল, ইডির ডিরেক্টর ও সিআরপিএফকে অনুরোধ করব, নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে ব্যাপারটি গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। এন আই এ -এরও বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।'এর পরে জানা যায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর ফোনে কথা হয়েছে। ফোনে শাহকে গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তিনি।

এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছে কংগ্রেসও। তাদের দাবি, কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে ফেডারেল স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলতে চায় তৃণমূল। দুষ্কৃতীরা জেনে গিয়েছে, তৃণমূলের ছাতার তলায় থাকলে যে কোনও অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়া যাবে। তাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তারা।শুক্রবার সকালে সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে যান ইডির আধিকারিকরা। অনেক ডাকাডাকিতেও কেউ সাড়া না দেওয়ায় বাড়ির তালা ভাঙার চেষ্টা শুরু করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তখনই বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েক শ' নারী - পুরুষ দুষ্কৃতী কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় একাধিক ইডি আধিকারিকের মাথা ফাটে। এর পর গাড়িতে করে এলাকা ছাড়ার চেষ্টা করেন ইডি আধিকারিকরা। অভিযোগ গাড়ি থামিয়ে ফের মারধর করা হয় তাঁদের। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি। প্রাণ বাঁচাতে অটো রিকশয় করে এলাকা ছাড়েন তাঁরা। এর পর এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ শুরু হয়।

সরবেড়িয়ায় হামলার পরই উধাও ইডির ল্যাপটপ, ২টি মোবাইল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার সকালে ইডির তদন্তকারী অফিসাররা সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় পৌঁছানোর পর তীব্র জনরোষ তৈরি হয় এলাকায়। নজিরবিহীন ও অনভিপ্রেতভাবে ইডির অফিসারদের উপর হামলা চালায় একদল উন্মত্ত লোকজন। ইডির অফিসার ও সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালানো হয়। মাথা ফাটে দুই ইডি অফিসারের। এসবের মধ্যেই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে।তবে তদন্তকারী সংস্থার এই ধরনের ল্যাপটপগুলিতে সাধারণত যথেষ্ট সিকিওরিটির বন্দোবস্ত রাখা হয়। সহজে এই ল্যাপটপ থেকে সাধারণ মানুষ তথ্য বের করে আনতে পারবেন না বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। এদিন সকালে যে হামলার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তখন সেগুলি কেউ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কি না, নাকি হুড়োহুড়ির মধ্যে সেগুলি খোয়া গিয়েছে, সেই সব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, সরবেড়িয়ায় হামলার পর উধাও হয়ে গিয়েছে ইডির একটি ল্যাপটপ। ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে, শুধু তদন্তকারী অফিসারদের উপর হামলা চালানোই নয়, ওই হামলার পর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না একটি ল্যাপটপ। যে ল্যাপটপটি ইডির কোনও একজন অফিসারের সঙ্গে ছিল বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি দু'টি মোবাইলও পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের দাবি, খোয়া যাওয়া ল্যাপটপে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও ছিল।

সরবেড়িয়া গ্রামে যখন আজ ইডির অফিসাররা গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিভর্তি ফাইল ছিল। সেই রকম একটি ফাইলও হামলার ঘটনার পর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেও ইডি সূত্রের দাবি। জানা যাচ্ছে, এই বিষয়গুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই আইনি পরামর্শ নিতে শুরু করেছেন ইডির আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, ল্যাপটপ ও মোবাইল খোয়া যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রথমে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাবে ইডি। পরবর্তীতে আদালতের কাছেও জানানো হবে বলে খবর।

১-ম পাতার পর

রাজ্যে যেখানে ইডির আধিকারিকরা আক্রান্ত, সংবাদ মাধ্যম আক্রান্ত, সেখানে সম্পাদকের নিরাপত্তা তো দূরহ ব্যাপার

করার ফলে তার পরিবার সহ তাকে কৌশলগতভাবে যেকোনো ভাবে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। স্থানীয় প্রশাসনকে লিখিত জানিয়ে কোন সুরাও মেলেনি আজকের দিন পর্যন্ত। এর আগে স্থানীয় প্রশাসনকে বহু ঘটনায় লিখতে দিও তার পরিণাম তাকে মিথ্যা মামলায় জেলে ভরা হয়েছিল এই সরকারের আমলে। এখনো প্রায় চেষ্টা চালিয়ে যায় তার পরিবারের উপরে মিথ্যা বদনাম, মিথ্যা মামলা ও অত্যাচার করে অনাহারে মারার চেষ্টাও পরিকল্পনা যেন অব্যাহত। কারণ এই এলাকার নেতাদের কথায় নিউজ সারাদিনের সম্পাদক চলে না। তাই জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার জন্য ,তাদের নামে জমি অন্য নামে করে দিয়েছিল প্রশাসনের একাংশ। এ সমস্ত ঘটনা সম্পাদক নিজে প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তদন্ত হয়েছে তদন্তের রিপোর্টও জমিগুলো সম্পাদকের সেটা প্রকাশ পেয়েছে। এরপরেও সেই জমিগুলো সম্পাদকের পরিবারের সদস্য নামে যে করে দেয়া হবে সে উদ্যোগ প্রশাসন তেমনভাবে নিচ্ছে না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশাসন একাংশ নেতাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কাগজ করানোর জন্য। সম্পাদকের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি নিজের নামে করাতে গেলে নেতাদের হাত ধরে করতে হবে স্থানীয় প্রশাসনের তেমনি ইঙ্গিত। স্থানীয় প্রশাসন তাহলে এটাই বলতে চাইছে কি যে সম্পাদকের পরিবারের যা হয়ে যাক না কেন তাদের কোন দায় নেই। তাই সর্বদাই সর্বভাবে নেতাদের হাত ধরে করনা রিংগিত কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর উপরে আসছে। এ ঘটনা যত প্রতিবাদের ঝড় তুলছে সম্পাদক ততো তার সহ তার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব সর্বদাই হয়ে রয়েছে। পুলিশ প্রশাসন সবই জেনে বুঝি একদম নির্বাক, কোন ভাবে নিরাপত্তা দিতে রাজি নয় স্থানীয় প্রশাসন। বারুইপুর জেলা পুলিশের সুপারের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বাবু ফোনে একাধিক বার যোগাযোগ করলেও মুখোমুখি দেখা করার সুযোগ মেলেনি সম্পাদকের। তাহলে প্রশ্ন একটাই সম্পাদ ক খুন হয়ে যাবে অথচ প্রশাসন সবকিছু জেনে বুঝে নির্বাক থাকবে আর তার পরিবারের নিরাপত্তা দেবে না। স্থানীয় প্রশাসনের উপরে ভরসা নেই সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের, তবে তিনি রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোস ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহাকে লিখিত চিঠি করেছেন নিরাপত্তার জন্য। কেবা দিয়ে পাত্তা দেবে সে নিয়ত দ্বন্দেই রয়েছে এই পরিবার।

৭ জানুয়ারি নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে

নেতাই যেতে পারবেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৭ জানুয়ারি, রবিবার নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে নেতাই যেতে পারবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জানাল কলকাতা হাই কোর্ট। তবে কিছু শর্ত দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। পর্যবেক্ষণে তাঁর মন্তব্য, "রাজনৈতিক রং লাগুক, চাই না। শান্তিতে হোক কর্মসূচি। গোটা কর্মসূচির ভিডিয়োগ্রাফি করা হোক।"২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই গ্রামে সিপিএমের সশস্ত্র শিবির থেকে গুলি চালনার অভিযোগ উঠেছিল। নিহত হয়েছিলেন চার মহিলা-সহ নয় গ্রামবাসী। তার পর থেকে প্রতি বছর ৭ জানুয়ারি নেতাই গিয়ে নিহতদের শ্রদ্ধা জানান শুভেন্দু। তাঁর অভিযোগ, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর নেতাইয়ে যেতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছেন তিনি। গত বছর হাই কোর্টের অনুমতিতে সেখানে গিয়েও পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। সেই নিয়ে শাসকদলের দিকে আঙুল তুলেছিলেন তিনি। এ বার আগেভাগে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। হাই কোর্ট জানিয়েছেন, তিনি নেতাই যেতে পারবেন।

শুভেন্দুর মামলার প্রসঙ্গে বিচারপতি সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ, ৭ জানুয়ারি নেতাই শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটিকে বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে কর্মসূচি শেষ করতে হবে। শুভেন্দু সেখানে যেতে পারবেন বিকেল ৫টার পর। ৬টা পর্যন্ত কর্মসূচি করতে পারবেন। শুভেন্দুর সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীরা থাকবেন। তবে বেশি লোক থাকতে পারবেন না। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই কর্মসূচি। তাই স্লোগান দেওয়া যাবে না।

গত বছর ৭ জানুয়ারি নেতাই যাওয়ার আগে আদালতের অনুমতি নিয়েছিলেন শুভেন্দু। তার পরেও পুলিশ বাধা দিয়েছিল বলে অভিযোগ। এ বার যাতে নিহতদের শ্রদ্ধা অর্পণের সেই কর্মসূচি নির্বিঘ্নে করা যায়, তাই আগেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শুভেন্দু। এই মামলায় তাঁর সঙ্গে রয়েছেন নেতাইয়ে দু'জন নিহত এবং সাত জন গুলিবিদ্ধের পরিবার। শুক্রবারও তাঁরা আদালতে উপস্থিত হয়েছেন। শুভেন্দুর সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাই কোর্ট জানাল, আগামী রবিবার নেতাই যেতে পারবেন। তবে কিছু শর্ত মানতে হবে। গোটা কর্মসূচির ভিডিয়োগ্রাফি করার কথাও জানানো হয়েছে।

এজেন্সি দিয়ে টার্গেট করা হচ্ছে..

সন্দেশখালির ঘটনায় মুখ খুললেন শশী পাঁজা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার সকালে বেনজির ঘটনার সাক্ষী দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্দেশখালির সরবেড়িয়া। স্থানীয় তৃণমূলনেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে অভিযানে গিয়ে স্থানীয়দের বিপুল বিক্ষোভের মুখে পড়ে ইডি ও সিআরপিএফ জওয়ান। বিক্ষোভকারীদের হাতে রীতিমতো হেনস্থা হতে হয় ইডি আধিকারিকদের। মাথা ফাটে দু'জন ইডি আধিকারিকের।ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এনআইএ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, ঘটনার পরে এই প্রথম প্রতিক্রিয়া জানানো হল নবান্নের তরফে। নবান্নের দাবি, ইডি-র এই অভিযানের কথা জানতই না রাজ্য পুলিশ। তবে হামলার ঘটনার কথা জানার৩০ মিনিটের মধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয় রাজ্য প্রশাসনের তরফে।আহতও হন বেশ কয়েকজন। মারমুখী জনতার হাতে আক্রান্ত হন নিউজ ১৮ বাংলার সাংবাদিক এবং চিত্রগ্রাহক।

এ প্রসঙ্গেই এবার মুখ খুললেন রাজেয়র মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, 'সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। এমন পরিস্থিতি হওয়ার কথা নয়। গ্রামের মানুষ থেকে জানতে পারছি। তাদের মধ্যে একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক উশৃঙ্খলাতা অনেক জায়গায় থাকে। এখানে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়ানোর কথা বলব।'

পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'আমরা হিংসাকে উতসাহ বা সমর্থন করছিনা। কিন্তু এজেন্সি দিয়ে টার্গেট করা হচ্ছে। গ্রামের মানুষ সেটা বুঝতে পারছে।

এখন বলছেন রাজ্য দায়িত্ব নিতে পারত। কিন্তু রাজ্যকে কিছুই জানানো হচেছ না।'রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। বলেন, 'রাষ্ট্রপতি শাসন হওয়া উচিত না উচিত নয় তার একটা মাপকাঠি হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় বাহিনী এনেই ভোট হয়েছিল ২০২১ সালে। তার ফল সবাই দেখেছে। ওইসব ধমকে চমকে লাভ নেই। মুখ আর মুখোশ চিনে নিতে হবে। রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়ে আমরাও চ্যালেঞ্জ করছি। রাজ্য পুলিশ আর কেন্দ্র পুলিশ তাহলে কাজ বন্ধ করে দিক। বিজেপি সব কাজ করে দিক।'

২ পাতার পর

বর্ধমানের হেরিটেজ কার্জনগেট নিয়ে সায়নী ঘোষের ভূল বক্তব্যে স্বপন দত্ত বাউলের প্রতিবাদ

কে যেমন অপমান করেছে তেমনি মূখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বাজে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেও অপমান করেছে , মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদনাম করেছে । কারণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি সায়নী ঘোষকে কার্জন গেট কে তৈরী করেছে? সেই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বলার কি অধিকার দিয়েছে ? শুধু সায়নী ঘোষ কেন সকল যত রাজনৈতিক দল আছে সেই সকল রাজনীতি দলের নেতা নেত্রীদের বলছি কেউ কখনোই কোনো রকম কোনো বিষয়েই আজে বাজে ভূল ভাল মন্তব্য ও কাউকে গালিগালাজ, এবং কারো নামেই কটুক্তি করবেন না। স্বপন দত্ত বাউল তার প্রতিবাদে আরও বলছেন কোনো বিষয়ে না জেনে শুনে ভুল মন্তব্য করে জনসভায় ভাষণ দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া অন্যায়, অপরাধ। স্বপন বাউল আরো বলেন এর আগে আমি রাষ্ট্রপতিকে ও জগৎ জননী সারদা মাকে নিয়ে অপমান ও নচিকেতার গানে বক্তব্যে ভগবান রাম এবং রামজন্ম ভূমিকে নিয়ে অপমান করার প্রতিবাদ করে জনসমর্থন পেয়েছি ।এবারে বর্ধমানের ঐতিহাসিক হেরিটেজ কার্জনগেট কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে তৈরি হয়েছে বলে অপমান করে ভূল ভাল মন্তব্য করে শুধু বর্ধমান বাসিকেই নয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেই অপমান করলো সায়নী ঘোষ বুঝতেই পারল না। কিন্তু স্বপন দত্ত বাউল মুখ্যমন্ত্রিকে মুখ্যমন্ত্রীর দলের নির্বাচিত নেতা নেত্রীরা তার নামে ভূল মন্তব্য করে অপমান করবে তিনি কখনোই মেনে নেবেন না । নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন এর স্বপন বাউল বর্ধমানের পুরানো হেরিটেজ কার্জনগেট কে নিয়ে ভূল ভাল মন্তব্য করার জন্য সায়নী ঘোষকে বর্ধমানে এসে জনসমাজে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছেন। স্বপন বাউল বললেন ১৯০৩ সালে জিটি রোড ও বি সি রোড সংযোগ স্থলে এই গেট তৈরি শুরু হয়। ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের সফরের সময় তোরণটির নাম দেওয়া হয় কার্জন গেট । একবছর ধরে বর্ধমান মহারাজা বিজয় চাঁদ মহাতাবের নিজের উদ্যোগেই এই কার্জনগেট তৈরি হয়েছিলো। তা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমলে কি করে কার্জন গেট তৈরি হয়, সায়নী ঘোষ এই রকম ভূল মন্তব্য করে জোর গলায় বলে কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে অপমান করে নি ? বর্ধমানবাসী বলছে কার্জনগেট বর্ধমানের প্রাণ কেন্দ্র তাকে অপমান করার অধিকার সায়নী ঘোষকে কে দিয়েছে ?

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০০৬ সংখ্যা ০৬ জানুয়ারী, ২০২৪ শনিবার ২০ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

জ্যোতিপ্রিয় থেকে কালীঘাটের কাকু এবার বিপাকে সবাই

ইডি বারংবার অভিযোগ তুলে আসছে দুর্নীতিবাজদের আস্থানা এসএসকেএম । বিভিন্ন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্রভাবশালীদের 'সেফ প্লেস' রাজ্যের এই সরকারি হাসপাতাল। তবে শুধু ইডিই নয়, বিরোধীদের, মুখে মুখেও এই একই অভিযোগ। প্রভাবশালীদের জ্বালায় বেড না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বহু সাধারণ মানুষও।প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'কাউকে গ্রেফতার করার পরেই তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়, তিনি সুস্থ হলে তাকে জেলে পাঠানো হয়। যদি কেউ অসুস্থ হন তাহলে সংশোধনাগারের নিজেদের একটি হাসপাতাল থাকে। যখন সেই হাসপাতাল চিকিৎসা করতে ব্যর্থ হয় তখনই তাকে সংশোধনাগারের অধীনে কোনও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিন - চারদিন পরেই জেল কর্তৃপক্ষ চিকিতসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। সুস্থ হলে ফের জেলে পাঠানো হয় কিন্তু তার মানে এই নয়, সেই ব্যক্তিকে পাঁচ মাস ছয় মাস হাসপাতালে ভর্তি করে রাখা হবে। দিনের পর দিন বেড দখল করা ঠিক নয়।' প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'এসএসকেএম হাসপাতাল প্রভাবশালী অভিযুক্তদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে সত্য হলে তা গুরুতর।আর এবার এই ইস্যুতেই কড়াকড়ি খোদ কলকাতা হাইকোর্টের । এসএসকেএম এ কোন কোন বা হাই প্রোফাইল ভর্তি আছেন? রিপোর্ট আকারে তা রাজ্যকে জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ।

শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের সাফ নির্দেশ, বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রভাবশালীদের স্বাস্থ্যের বর্তমান কী অবস্থা এবং তাদের সুস্থ হতে আরও কতদিন সময় দরকার, সেই সমস্তও বিষয়ও হলফনামা আকারে জানাতে হবে। এসএসকেএমের ডিরেক্টরকে নির্দেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের।

প্রসঙ্গত, এসএসকেএম হাসপাতালে বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত 'প্রভাবশালী'দের দীর্ঘদিন ধরে ভর্তি থাকা নিয়ে জোড়া জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্ন, দিনের পর দিন কিভাবে কেউ হাসপাতালে জায়গা দখল করে থাকতে পারেন? কিছুদিন আগেই হাসপাতালে শিশুদের জন্য বরাদ্দ শয্যায় রাখা হয়েছিল কালীঘাটের কাকুকে। সেই নিয়েই এদিন প্রশ্ন তোলে হাইকোর্ট।

কেন শিশুদের বেডে রাখা হয়েছিল অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে? এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এসএসকেএম হাসপাতালে প্রভাবশালীদের রাখার জন্যই আলাদা ওয়ার্ড তৈরি করে দেওয়া হোক।' আর কতদিন সময় লাগবে ওই প্রভাবশালী অসুস্থদের সুস্থ হতে? জানতে চাইল আদালত। এর জবাবে সরকারি আইনজীবী বলেন, সেটা চিকিৎসকরাই বলতে পারবেন।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৪/৩৯) অর্থাৎ 'জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই'। আমরাও যেন সে গুণের অধিকারী হতে পারি এ আমাদের প্রার্থনা।

হংসঃ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর বাহন শ্বেতহংস। হাঁস অসারকে ফেলে সার গ্রহণ করে। দুধ ও জল মিশ্রণ করে দিলে হাঁস জল ফেলে শুধু দুধটুকু গ্রহণ করে নেয়। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নিরাপদ ও পরিবেশ-বান্ধব জীবিকা সুন্দরবনবাসীর জন্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত করেছে। মানুষের স্বাভাবিক জীবন-জীবিকায় তার প্রভাব পড়েছে। উমফানের আরও একটি পরোক্ষ প্রভাব এই মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা বাড়িয়েছে বলে মনে হয়। ঝড়ের সময় সংরক্ষিত জঙ্গলের সীমানায় থাকা নাইলনের জাল অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। ছোট নৌকা নিয়ে যারা জঙ্গলের আশেপাশে মাছ, কাঁকড়া ধরতে যান তাদের অনেকেই অল্প সময়ে বেশি মাছ, কাঁকড়ার আশায় জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন, ফলে ঘটে যাচ্ছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

এটা কিন্তু সুন্দরবনের আজকের সমস্যা নয়। বস্তুত যখন থেকে মানুষ বন কেটে বসত তৈরির কাজ শুরু করেছে তখন থেকেই চলছে এই মৃত্যুমিছিল। আমরা যদি গত দশকের আগের দশকের পরিসংখ্যান দেখি তা হলে দেখা যাবে বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর বাৎসরিক গড় সংখ্যা ছিল প্রায় বাইশ-তেইশজন। সেদিক থেকে দেখলে গত কয়েক বছরে এভাবে মৃত্যুর ঘটনা কিছুটা কমই ছিল বলা যায়। এ বছর অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেই সংখ্যার বৃদ্ধি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বেশি করে।

কেন কিছুতেই এই মৃত্যুমিছিল রোধ করা যাচ্ছে না তার কারণ অনুসন্ধানে আমাদের সামগ্রিকভাবে পুরো বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এ কথা মানতেই হবে, বাঘের জঙ্গলের একেবারে পাশে এমন ঘন জনবসতি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ভারতীয় সুন্দরবনে এমন অনেক জনবহুল গ্রাম আছে যার সঙ্গে বাঘের জঙ্গলের ব্যবধান একটিমাত্র নদীর। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের শামসেরনগর গ্রামের সঙ্গে ঝিঙেখালি জঙ্গলের ব্যবধান কুঁড়েখালি বা শকুনখালি নদীর। কালিন্দী আর রায়মঙ্গলের সংযোগকারী এই নদীতে এককালে লঞ্চ চললেও এখন তা শীর্ণকায়। যে নদী এখন ভাটার সময় লাফ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া যায়। রাতের বেলা তো বটেই, দিনের বেলা অনেক সময় বাঘের হুংকারে রক্ত জল হয়ে যায়। একইরকম অবস্থানে আছে গোসাবার সাতজেলিয়া বা কুলতলির দেউলবাড়ির কাছাকাছি গ্রামগুলি।

আর একটি বিষয়েও সুন্দরবনের তুলনা পৃথিবীতে মেলে না। সেটি হল, পৃথিবীর আর কোনও ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে বাঘ নেই। ফলে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার প্রাণীবিদ্যার ভাষায় ভারতের বা পৃথিবীর অন্য অংশের রয়াল বেঙ্গলের মতো একই গোত্রের হলেও বেঁচে থাকার তাগিদে এদের নিরন্তর ভয়ঙ্কর লড়াই করতে হয়। আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষ শুধু নয়, পৃথিবীর কোন বাঘ-বনের সঙ্গেই সুন্দরবনের মিল নেই। এই জঙ্গলে প্রতিদিনের খাদ্য সংগ্রহে অত্যন্ত কষ্ট করতে হয় বাঘদের। নদী পেরিয়ে গ্রামে চলে আসা, জল থেকে মাছ ধরে খাওয়া কিন্তু বাঘের স্বাভাবিক আচরণ নয়। খাদ্য হিসেবে বুনো শুয়োর বা হরিণ শিকার করতে বাঘকে যে কষ্ট করতে হয় তার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে কাজের জন্য নৌকা নিয়ে বাঘের জঙ্গলে ঢুকে পড়া কয়েকজনের মধ্যে কিছু অন্যমনস্ক মানুষ যে সুন্দরবনের বাঘের প্রথম পছন্দের শিকার হয়ে উঠবে তা বোঝার জন্য পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

এখন প্রশ্ন হল এই মৃত্যুমিছিল বন্ধের জন্য আমরা কী করতে পারি? আমাদের কাছে সরাসরি দুটি বিকল্প আছে।

এক) যেটুকু জঙ্গল প্রকৃত সুন্দরবন হিসেবে এখনও অবশিষ্ট আছে সেটুকু ধ্বংস করে, ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ে যে শ'খানেক বাঘ চোখে পড়েছে তাদের খাঁচাবন্দি করে চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া।

দুই) সুন্দরবনসংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে সব মানুষকে স্থায়ীভাবে সরিয়ে নেওয়া।

যে কেউ বলবেন, এমন কথা বলার কী মানে আছে! দুটি বিকল্পের কোনওটিই যে বাস্তবসম্মত নয় তা আপনারাও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

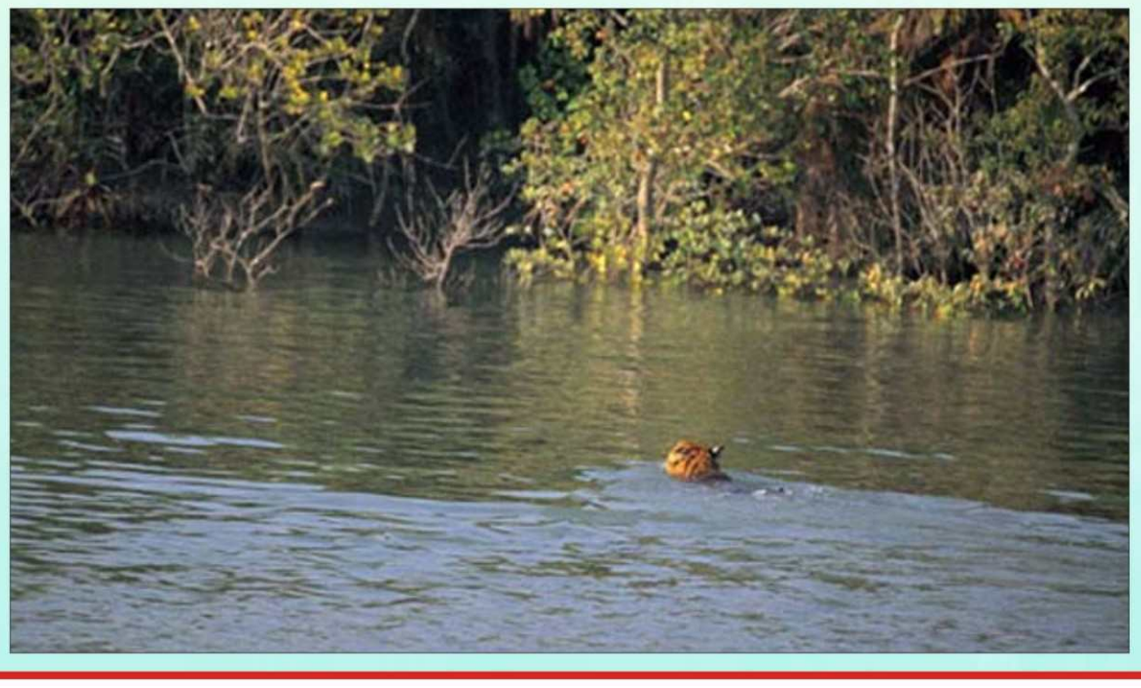

সিনেমার খবর

cinema TV

নতুন সিনেমা মুক্তির তারিখ জানালেন অক্ষয়-টাইগার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একটার পর একটা মুক্তি পাচ্ছে অক্ষয় কুমারের সিনেমা। তবে তার নামের পাশে সুপারহিটের ট্যাগ লাগছে না। এরই মাঝে চলছে তার নতুন সিনেমা 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া' মুক্তির গুঞ্জন। এই ছবি কবে মুক্তি পাচ্ছে প্রশ্নের ভিড় জমেছিল ভক্ত মহলে। নতুন বছরে ভক্তদের সুখবর দিলেন অক্ষয় কুমার ও টাইগার শ্রফ। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে মুক্তিপ্রতীক্ষিত সিনেমাটি মুক্তির তারিখ জানালেন তাঁরা। জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ঈদে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে সিনেমাটি। তবে কোন ঈদ তা নিশ্চিত করেননি অভিনেতারা। সিনেমাটির মাধ্যমে প্রথমবার বড় পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে অক্ষয় কুমার ও টাইগার শ্রফকে।

কিছুদিন আগে সিনেমাটির শুটিং চলাকালীন আঘাত পান অক্ষয় কুমার। সিনেমার অ্যাকশন দৃশ্যে নিজের স্টান্ট নিজেই করতে পছন্দ করেন অক্ষয়। এর জন্য তিনি কখনোই সাহায্য নেন না বডি ডাবল কিংবা পেশাদার স্টান্টম্যানের। তাই অনেক দৃশ্যে বিষয়টা অতিরিক্ত ঝুঁকিরও হয়ে যায়। তেমনি এক অ্যাকশন দৃশ্যে শুটিংয়ের সময়ই আঘাত পান অভিনেতা। তবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শুটিং চালিয়ে যান অক্ষয়।

অক্ষয়-টাইগারের দ্বৈরথ পর্দায় দেখার অপেক্ষায় অনুরাগীরা। টাইগার জিন্দা হ্যায় খ্যাত জনপ্রিয় পরিচালক আলী আব্বাস জাফর পরিচালিত 'বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া' সিনেমায় টাইগার শ্রফ ও অক্ষয় কুমার ছাড়াও অভিনয় করেছেন সোনাক্ষী সিনহা, পৃথ্বীরাজ সুকুমারন ও জাহ্নবী কাপুর। প্রযোজকের ভূমিকায় রয়েছেন বাশু ভাগনানি, দীপশিখা দেশমুখ, জ্যাকি ভাগনানি, হিমাংশু কিশন মেহরা এবং আলি আব্বাস জাফর।

অস্কারপ্রাপ্ত 'কোকো' সিনেমার ভয়েস আর্টিস্ট মারা গেছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অস্কারজয়ী অ্যানিমেটেড 'কোকো' সিনেমার ভয়েস আর্টিস্ট ও মেক্সিকান অভিনেত্রী অ্যানা ওফেলিয়া মারগুইয়া মারা গেছেন। জানা গেছে, তিনি ৩১ ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

'দ্য গার্ডিয়ান'র খবরে জানা গেছে, অভিনেত্রী অ্যানা ওফেলিয়া মারগুইয়া মৃত্যুর বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে মেক্সিকোর ন্যাশনাল ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউট। কিন্তু তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

মেক্সিকোর সংস্কৃতি সচিব আলেজান্দ্রা ফ্রাস্টো গুয়েরেরো এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'মহান এই অভিনেত্রী আমাদের বর্তমান বাস্তবতায় এক বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি করে গেছেন।'

লি আঙ্করিচ পরিচালিত 'কোকো' সিনেমা ২০১৭ সালে মুক্তি পায়। সিনেমাটিতে দেখা যায়, ১২ বছরের বালক মিগেল গান ভীষণ ভালোবাসে। গান শেখার কারণে মৃতদের দেশে চলে যায় বালকটি। ছেলেটির দাদির চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছিলেন অ্যানা ওফেলিয়া।

'কোকো' সিনেমাটিতে মেক্সিকোর সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সিনেমাটি ৯০তম অস্কারে বেস্ট অ্যানিমেশন ফিল্ম ও বেস্ট অরিজিনাল সং বিভাগে সেরা পুরস্কার লাভ করে।

অ্যানা ওফেলিয়ার ১৯৩৩ সালে মেক্সিকো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও মঞ্চসহ ৭০টি নাটক ও ৯০টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। সিনেমায় অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি মেক্সিকোর গোল্ডেন অ্যারিয়েল অ্যাওয়ার্ডে আজীবন সম্মাননা লাভ করেন।

নতুন বছরে দেবের জোড়া সিনেমা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সদ্যবিদায়ী বছরের শেষ দিকে মুক্তি পায় টালিউডের অন্যতম শীর্ষ নায়ক দেবের 'প্রধান' সিনেমা। অতনু রায়চৌধুরী, অভিজিৎ সেনের সঙ্গে করা এটি তার তৃতীয় সিনেমা। এর সাফল্যে তারা সবাই সন্তুষ্ট।

'প্রধান' সিনেমাটি নিয়ে দর্শক থেকে সমালোচক- সবাই দেবের প্রশংসা করছেন। জানা যায়, দেবের সিনেমা দেখতে প্রেক্ষাগৃহে উপচেপড়া দর্শক দেখা গেছে।

এদিকে 'প্রধান' সিনেমার সাফল্যের মাঝেই তিনি নতুন বছরে শুরুতে জোড়া সিনেমা, অর্থাৎ একই সঙ্গে দুটি সিনেমার কথা ঘোষণা করলেন দেব।

দেব বছরের প্রথমদিনেই জানালেন, অতনু রায়চৌধুরী ও অভিজিৎ সেনের সঙ্গে আরও এক সিনেমার পরিকল্পনা করেছেন। 'প্রধান' সিনেমার সাফল্যের পর এ বছরও ক্রিসমাসে, দেবের জন্মদিনে আবারও বড়পর্দায় ফিরবের এই ত্রয়ী।

তবে এ প্রসঙ্গে দেব বলেন, সেই সিনেমা কি 'প্রধান'র সিক্যুয়েল হতে যাচ্ছে? দেব বলেন, এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে তবে সিক্যুয়েল হবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত নই।

তবে এখানেই শেষ নয়, বছরের প্রথমদিনে আরও একটি সিনেমার ঘোষণা করলেন সুপারস্টার দেব। ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করলেন তার আসছে সিনেমা 'খাদান'র টিজার।

সিনেমার টিজার পোস্টারে দেবের পরনে রয়েছে লাল টিশার্ট, গলায় গামছা ও কালো প্যান্ট। তার হাতে কুড়ুল। দেবের ছবিটি হাতে আঁকা গ্রাফিক্সের।

যেখানে পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে দেবকে। তার অভিব্যক্তি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তার মুখে চোখে রাগ স্পষ্ট। দেবের হাতে কুড়াল ও তাকে উদ্দেশ্য করে অনেকেই সাহায্য চেয়ে হাত বাড়াচ্ছে।

সম্প্রতি 'টেক্কা'র পোস্টার প্রকাশ্যে এসেছে। দেবের এ নতুন সিনেমা পরিচালনা করবেন সৃজিত মুখার্জী।

২০১৬ সালে সৃজিতের 'জুলফিকার' সিনেমায় প্রথম অভিনয় করেন দেব। তারপর আর সেভাবে সৃজিতের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যায়নি দেবকে। পরপর বেশ কিছু ভালো সিনেমায় অভিনয় করেছেন দেব।

সৃজিতেরও বেশ কিছু সিনেমা মুক্তি পেয়েছে এর মধ্যে। সাত বছর পরে আবারও একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন দেব-সৃজিত জুটি। সিনেমার শিরোনাম 'টেক্কা'।

জাপানের ভূমিকম্প থেকে বেঁচে ফিরে যা বললেন জুনিয়র এনটিআর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে সূর্যোদয়ের দেশ জাপান। বছরের প্রথম দিন দেশটির উপকূলীয় এলাকায় আছড়ে পড়ে সুনামি। স্থানীয় সময় বিকেল ৪ টা ৬ মিনিট থেকে ৫ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ২০ বার ভূমিকম্প হয়েছে জাপানে।

প্রতি ক্ষেত্রে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪ বা তার বেশি। এ সময় জাপানেই ছিলেন ভারতের দক্ষিণী অভিনেতা জুনিয়র এনটিআর। নিজের 'এক্স' (সাবেক টুইটার) প্রোফাইল জুনিয়র এনটিআর লিখেছেন, 'জাপান থেকে নিরাপদে দেশে ফিরে এসেছি। গত এক সপ্তাহ পুরোটাই জাপানে ছিলাম। যে ভয়াবহ ভূমিকম্পের মুখে পড়লাম তাতে সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম। সুনামি এবং ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত সকল জাপানবাসীর জন্য আমার সহানুভূতি রইল। খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতির মোকাবিলা হোক এটাই আশা রাখব।'

২০২২ সালে আরআরআর' সিনেমার প্রচারের জন্য জাপানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে জুনিয়র এনটিআর-এর অনুরাগীর সংখ্যাও কম নয়।

উল্লেখ্য, জাপানের পশ্চিম উপকূলে তীব্র ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৫। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অন্তত ৩০ সেকেন্ড কম্পন অনুভূত হয়েছে।

অবসরে যাচ্ছে

মেসির ১০ নম্বর জার্সি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বয়স হয়ে গেছে ৩৬ বছর। কতদিন আর লিওনেল মেসিকে ফুটবলের মাঠে দেখা যাবে সেটিও নিশ্চিত নয়। ২০২৬ বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন কি-না সেই প্রশ্নের উত্তর অজানা। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি বেশ কয়েকবার বলেছেনও মেসি যতদিন ফিট থাকবেন দলে তার জায়গা পাকা।

তবে মেসি যখনই আর্জেন্টিনা দলকে বিদায় বলবেন তার জার্সিটা আর কাউকে পরতে দিতে চায় না আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। মেসির সঙ্গে তার জার্সিকেও অবসরে পাঠানোর পরিকল্পনার কথা বলেছেন এএফএ প্রধান ক্লদিও তাপিয়া। তাপিয়া বলেন, 'মেসি জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার পর আর কাউকে ১০ নম্বর জার্সি দেওয়া হবে না। এটা মেসির সম্মানের জন্যই করা হবে। মেসির সম্মানে ১০ নম্বর জার্সিও আজীবনের জন্য অবসরে চলে যাবে। অন্তত এটুকু সম্মান আমরা দিতেই পারি।'

এই ১০ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠানোর উদ্যোগ এটিই প্রথম নয়। ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জেতানোর পর ডিয়েগো ম্যারাডোনার ১০ নম্বর জার্সিও অবসরে পাঠাতে চেয়েছিল এএফএ। ২০০২ বিশ্বকাপের আগে এএফএ'র তৎকালীন প্রধান এই ঘোষণা দিয়েছিলেন। তবে সেসময় ফিফার নিয়মের কারণে তা হয়ে ওঠেনি।

ফিফার টুর্নামেন্ট বা তাদের আয়োজনে যেকোনো ম্যাচে দলগুলোর খেলোয়াড়দের ১ থেকে ২৩ নম্বর জার্সি পরার কথা বলা আছে নিয়মে।

তেইশের মত চব্বিশও

রাঙাতে চান রোনালদো

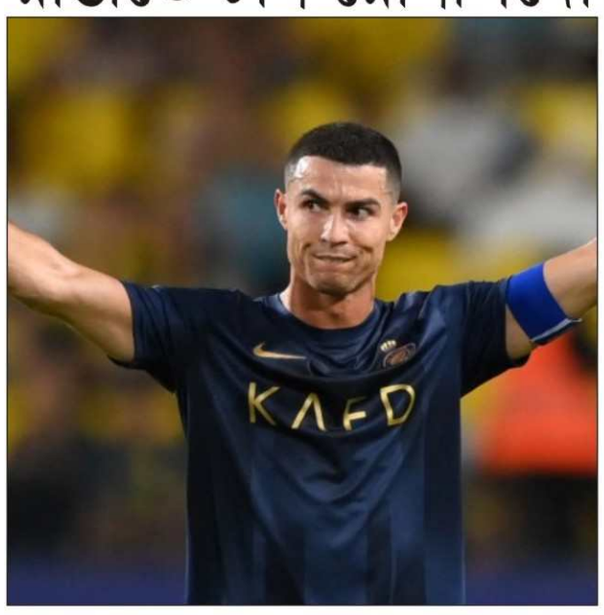

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপে আশানুরূপ পারফরম্যান্স করতে না পারায় অনেকেই শেষ দেখে ফেলেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ক্যারিয়ার। বিশ্বকাপের পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর সেই রেশ বেড়ে যায় আরও। তবে রোনালদো বলেই হাল ছাড়েননি। সৌদি আরবের ফুটবলে যোগ দিতেই যেন যৌবন ফিরে পেলেন পর্তুগিজ এই তারকা।

সৌদি প্রো লিগে আল-নাসরের হয়ে দারুণ একটা বছর কাটিয়েছেন। পাশাপাশি জাতীয় দলেও তাকে দেখা গেছে চেনা ছন্দে। চলতি বছর ডিসেম্বরে গড়েছেন অনন্য এক রেকর্ড। যেখানে এখনকার কোনো ফুটবলার নেই। পেশাদার ফুটবলে ১২০০ ম্যাচ খেলারে মাইলফলক ছুঁয়েছেন, প্রবেশ করেছেন সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলাদের তালিকায় পাঁচ নম্বরে।

আল নাসরের হয়ে এ বছরের শেষ ম্যাচেও কাল গোল পেয়েছেন রোনালদো। আল তাউনের বিপক্ষে আল নাসরের ৪-১ ব্যবধানের জয়ে যোগ করা সময়ে দলের শেষ গোলটি করেছেন পর্তুগালের উইঙ্গার। এতে এ বছর রোনালদোর মোট গোল হয়েছে ৫৪টি। এ বছর এত গোল করতে পারেননি আর কেউ। বিদায়ী বছরে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ডটা তারই।

ম্যাচ শেষে গতকাল রোনালদো ঘোষণা দিলেন, আগামী বছরও একই রকম কিছু করতে চান। আল নাসরের জয়ের পর তিনি বলেছেন, 'আমি খুব আনন্দিত। ব্যক্তিগত আর দলীয়ভাবে আমার জন্য ভালো একটি বছর ছিল এটা। আমি অনেক গোল করেছি। আল নাসর ও জাতীয় দলের জন্য অনেক অবদান রেখেছি। আমার কাছে ভালো লাগছে এবং আগামী বছরও এটা করতে চাইব আমি।'

লিভারপুলকে জিতিয়ে সালাহর চোখ আফ্রিকা জয়ে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিভারপুলকে জিতিয়েই নতুন বছরটা শুরু করলেন মোহাম্মদ সালাহ। নিউক্যাসলের বিপক্ষে গতকাল শুরুতে পেনাল্টি মিস করেছিলেন। তবে সেই আক্ষেপ পরে পুষিয়ে নিলেন জোড়া গোল করে। মিশরের এই ফরোয়ার্ডের নৈপুণ্যেই অ্যানফিল্ডে সোমবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-২ গোলে জিতেছে অল রেডসরা। এই মিশরীয় ফরোয়ার্ডের নৈপুণ্যেই অ্যানফিল্ডে সোমবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৪-২ গোলে জিতেছে অল রেডসরা। জোড়া গোলের পাশাপাশি সালাহ কোডি গাকপোর গোলে করেছেন এসিস্ট। লিভারপুলের আরেক গোলদাতা কার্টিস জোন্স। নিউক্যাসলের গোল দুটি আলেক্সান্দার ইসাক ও সভেন বোটমানের পা থেকে।

এ জয়ে ২০ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষ আরও মজবুত করল লিভারপুল। যদিও লিগে এখনও অনেক ম্যাচ বাকি। এ বারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কে জিতবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে দলটির সাবেক ডিফেন্ডার জেমি ক্যারাঘার তো সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই লিভারপুলের নাম ঘোষণা করে দিলেন। সমান ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অ্যাস্টন ভিলা। এক ম্যাচ কম খেলে তৃতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি পেয়েছে ৪০ পয়েন্ট। ফলে শীতকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগে লিভারপুলকে কেউ টপকাতে পারবে না। ২০ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে নয়ে আছে নিউক্যাসল।

লিভারপুলের কোচ জার্গেন ক্লপ বলেন, 'এই জয়টা খুব স্পেশাল। দারুণ খেলল আমাদের ছেলেরা। খুব চনমনে ভাবে শুরু করেছিলাম আমরা।'

এ ম্যাচের জয়ের নায়ক সালাহকে মিস করবে লিভারপুল। কারণ আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সে মিশরের হয়ে খেলতে যাচ্ছেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড। নেশন্স কাপের ফাইনাল ১১ ফেব্রুয়ারি। সালাহর মিশর ফাইনালে উঠলে লিগ, এফএ কাপ ও কারাবাও কাপ মিলিয়ে ৮টি ম্যাচে সালাহকে পাবে না লিভারপুল।

চব্বিশে আর্জেন্টিনার যত ম্যাচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জেতার পর ২০২৩ সালটা দুর্দান্ত কেটেছে আর্জন্টিনার। পুরো বছরে মাত্র একটি ম্যাচ হেরেছে মেসির দল। বিশ্বকাপ এবং কোপা আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জন্যও বেশ ব্যস্ততার এক বছর হতে যাচ্ছে ২০২৪ সাল। কোপা আমেরিকার আঞ্চলিক আসর তো আছেই, সঙ্গে আছে বেশ কিছু বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ। এছাড়া প্রীতি ফুটবল ম্যাচ নিয়েও আছে গুঞ্জন।

২০২৪ সালে আর্জেন্টিনার ম্যাচের সূচি

কোপা আমেরিকা (গ্রুপ পর্ব)

তারিখ প্রতিপক্ষ ভেন্যু

২০ জুন-কানাডা/ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো- আটলান্টা

২৫ জুন-চিলি ইস্ট রাদারফোর্ড

২৯ জুন- পেরু মিয়ামি গার্ডেন্স

বিশ্বকাপ বাছাই

তারিখ প্রতিপক্ষ ভেন্যু

সেপ্টেম্বর-চিলি আর্জেন্টিনা

সেপ্টেম্বর-কলম্বিয়া কলম্বিয়া

অক্টোবর- ভেনিজুয়েলা ভেনিজুয়েলা

অক্টোবর- বলিভিয়া আর্জেন্টিনা

নভেম্বর-প্যারাগুয়ে প্যারাগুয়ে

নভেম্বর পেরু - আর্জেন্টিনা

নিউক্যাসলকে হারিয়ে

বছর শুরু লিভারপুলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে অ্যানফিল্ডে গতকাল রাতে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ৪-২ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছে লিভারপুল। দলটির হয়ে জোড়া গোল করেন মোহামেদ সালাহ। একটি করে গোল করেন কার্টিস জোনস ও কোডি হাকপো। নিউক্যাসলের হয়ে গোল দুটি করেন আলেক্সান্দার ইসাক ও সভেন বোটমান।

এই জয়ে ২০ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করেছে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ৩ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে অ্যাস্টন ভিলা। তিনে ও চারে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনালের পয়েন্ট সমান ৪০।

ঘরের মাঠে শুরু থেকে দাপট দেখিয়ে খেলতে থাকে লিভারপুল। ২০তম মিনিটে লুইস দিয়াস ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় তারা। যদিও সফল স্পট কিক নিতে পারেননি সালাহ। তবে বিরতির পর ঠিকই দলকে এগিয়ে নেন তিনি। ৪৯তম মিনিটে নুনেসের দেওয়া বল বক্স থেকে জালে পাঠান মিশরের এই ফরোয়ার্ড।

চার মিনিট পর সমতায় ফেরে নিউক্যাসল। অ্যান্থনি গর্ডনের থ্রু পাস ধরে বক্স থেকে লক্ষ্যভেদ করেন ইসাক। ৭৪তম মিনিটে ফের এগিয়ে যায় লিভারপুল। দিয়োগো জোটার পাস থেকে বল জালে পাঠান জোন্স। চার মিনিট পর ব্যবধান আরও বাড়ায় স্বাগতিকরা। সালাহর ক্রস থেকে লক্ষ্যভেদ করেন হাকপো। ৮১তম মিনিটে গোল পায় নিউক্যাসল। কর্নার থেকে উড়ে আসা বল হেডে জালে পাঠান সভেন বোটমান। যদিও এই গোল কেবল ব্যবধানই কমিয়েছে।

ফিলিস্তিনি ইস্যুতে

খাজার প্রশংসায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানাতে চেয়েছিলেন অজি ওপেনার উসমান খাজা। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগান লিখে প্রথম টেস্টে মাঠে নামেন। বাহুতে পরেন কালো ফিতা। পরের টেস্টে তাকে বাধা দেয় আইসিসি। যে কারণে দ্বিতীয় টেস্টে খাজা আইসিসির কাছে অনুরোধ করেছিলেন, শান্তির প্রতীক পায়রা ও জলপাই গাছের পাতার স্টিকার লাগাতে চেয়েছিলেন। যা বিশ্বে শান্তির দৃশ্যমান জায়গা থেকে বিবেচনা করা হয়। সেটাতেও বাধা দেয় আইসিসি।

তবে খাজা হাল ছাড়েননি। নিজের মতো করেই প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে নেন তিনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় তথা মেলবোর্ন টেস্টে খাজা তার জুতায় নিজের দুই মেয়ের নাম লিখে খেলেছেন। নিজের দুই মেয়ের নামও প্রতিবাদেরই অংশ। পার্থ টেস্টে আইসিসির আপত্তির পর খাজা বলেছিলেন, 'যখন আমি দেখি হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু মারা যাচ্ছে, ওই জায়গায় আমি আমার দুটি মেয়েকে কল্পনা করি। কী হতো যদি ওখানে ওরা থাকত?'

সেই খাজা আবার আলোচনায় কাল থেকে শুরু সিডনি টেস্টের আগেও। এই টেস্টে খাজা কী করবেন, জানা যায়নি। তবে প্রথম দুই টেস্টে খাজা যেই সাহস দেখিয়েছেন তাতে মুগ্ধ হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজি।

ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন কিরিবিলি হাউজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পাকিস্তান ও স্বাগতিক দলের সদস্যদের। সেখানে খাজার সাহসিকতার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজি।

তিনি বলেন, মানবিক মূল্যবোধের জন্য সে (খাজা) যে সাহস দেখিয়েছে, তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। অ্যালবানিজি আরও বলেন, সে সাহস দেখিয়েছে এবং দল তাকে সমর্থন করেছে এটি দুর্দান্ত জিনিস।

সিডনি টেস্টে বিশ্রামে যাওয়ায়

আফ্রিদিকে ধুয়ে দিলেন ওয়াসিম-ওয়াকার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দল ভালো অবস্থানে নেই। সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই সিরিজ খুইয়েছে পাকিস্তান। এবার সিডনিতে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়ানোর ম্যাচে মাঠে নেমেছে শান মাসুদেল দল। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিশ্রামে গেলেন পাকিস্তানের পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি। যেটি মোটেই ভালোভাবে নেননি পাকিস্তানের সাবেক কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম ও ওয়াকার ইউনুস। বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে আফ্রিদির কঠোর সমালোচনা করেছেন তারা।

ওয়াসিমের দাবি, আফ্রিদির বিশ্রামের বিষয়ে টিম ম্যানেজমেন্ট কোনো সিদ্ধান্ত দেননি। একান্ত নিজের পছন্দ মতো বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ওয়াসিম ক্রিকেটারদের সতর্ক করে জানিয়েছেন কোন ফরম্যাটের খেলায় তারা অগ্রাধিকার দেবেন, আগে সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে; যদি কেউ বড় তারকা হতে চায়।

ফক্স ক্রিকেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওয়াসিম বলেন, 'এর (সিরিজের) পর সরাসরি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ রয়েছে এবং শাহিন সেখানে অধিনায়ক। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে কে গুরুত্ব দেয়। আমি মনে করি, এটি শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য এবং ক্রিকেটারদের জন্য বোর্ডের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম। কিন্তু ক্রিকেটারদের এটা জানা উচিত যে, টেস্ট ক্রিকেটই আসল।'

তিনি আরও বলেন, 'যদিও আমরা ২০ বছর আগের সিডনিতে হওয়া টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা করি, কিন্তু গত রাতে টি-টোয়েন্টিতে কী ঘটেছিল, সেটা কেউই জানে না। এটিই আসলে পার্থক্য। এদের আসলে বোঝা এবং শেখা উচিত। যদি আপনি বড় তারকা অথবা মিলিয়ননিয়ার হতে চান, তাহলে আপনাকে দুটিতেই (টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি) খেলতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে একটু বিবেক দিয়ে চিন্তা করতে হবে।'

আফ্রিদির বিশ্রামে একইভাবে আশ্চর্য হয়েছেন ওয়াকার ইউনুসও। তিনি জানিয়েছেন, আফ্রিদির সিদ্ধান্তের কথা শুনে তার হাসি পাচ্ছে।

ওয়াকার বলেন, 'এটি সত্যিই আমাকে আঘাত করেছে। কারণ আমি আশা করছিলাম, সে এই টেস্টের অংশ হবে। কারণ, আগের ম্যাচে তাকে (আফ্রিদি) ভালোই দেখাচ্ছিল। তাকে চেনা শাহিন আফ্রিদির রূপে দেখা গিয়েছিল। সুইং দিয়ে বল করছিল এবং বোলিংয়ে ভালো পেস ছিল।'

তবে এটি সত্য যে, গত দুই টেস্টে আফ্রিদির উপর বড় রকমের চাপ গেছে। অনভিজ্ঞ পেসারদের নেতৃত্ব দিতে হয়েছে তাকে। একই সঙ্গে দলে ছিলেন না কোনো অভিজ্ঞ স্পিনার। দুই টেস্টে আফ্রিদি ১০০ ওভার থেকে ৪ বল কম ডেলিবারি দিয়েছেন। হারিস রউফ ও নাসিম শাহ দলে না থাকার কারণে অতিরিক্ত চাপ পড়েছে শাহিনের উপর।

এদিকে চলতি মাসেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। এই সিরিজে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দেবেন শাহিন আফ্রিদি। মূলত, ঠাসা শিডিউলের কারণেই সিডনি টেস্ট থেকে বিশ্রাম নিতে একরকম বাধ্যই হয়েছেন এই বাঁহাতি পেসার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR